আবারও মাঝপথে শেষ সংসদ অধিবেশন, পাশ মাত্র ৪টি বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: আচমকাই শেষ বর্ষাকালীন অধিবেশন। সংসদে বিরোধীদের সঙ্গে পাঞ্জা খেলায় হেরে গেলেন নরেন্দ্র মোদি! গত ২২ জুলাই থেকে আগামী ১২ আগস্ট সোমবার পর্যন্ত অধিবেশন বসার কথা ছিল। কিন্তু বিল পাশ না হওয়া ও নানা ইস্যুতে বিরোধীদের চাপ এড়াতে শুক্রবার আগেভাগেই অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ মুলতুবি করে দেওয়া হল সংসদ। গত কয়েকদিনে মোদি সরকার ১২টি বিল আনলেও পাশ হয়েছে মাত্র চারটি। তার মধ্যে তিনটিই বাজেট সংক্রান্ত, যা বিরোধীরা সাধারণত আটকায় না। বাকি মাত্র একটি সরকারি নতুন বিল 'দ্য ভারতীয় বায়ুযান বিধায়ক ২০২৪' পাশ হয়েছে লোকসভায়। রাজ্যসভায় তাও হয়নি।

এভাবে মাঝপথে অধিবেশন শেষ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন 'ইন্ডিয়া' শরিক, তৃণমূলের এমপি ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি বলেন, 'এই নিয়ে ১১ বার নির্ধারিত সময়ের আগেই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া হল। আসলে সরকার আলোচনার রাস্তা থেকে পালাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদির দাপট আর কাজ করছে না।' তৃণমূল এমপি তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আমলা জহর সরকারের দাবি, 'সাধারণ অধিবেশনে এর আগে বেশ কয়েকটি করে সরকারি বিল পাশ করিয়েছেন মোদি। কিন্তু এবার আমাদের সঙ্গে পাঞ্জা খেলায় হেরে গেলেন।'

সামনেই চার রাজ্যের বিধানসভা ভোট। তার আগে সংসদে যেভাবে বিরোধী মহাজোটের সমন্বয় রয়েছে, অধিবেশন শেষেও তা বজায় রাখতে দলের এমপিদের নির্দেশ দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। সম্মিলিত বিরোধীদের শক্তিতে এবার সরকার ছিল চাপে। তাই ওয়াকফ সংক্রান্ত বিল এনেও পিছপা হয়েছে শাসকপক্ষ। বিরোধীদের দাবি মেনে তা পাঠাতে হয়েছে জেপিসি (জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি)তে। এদিন ৩১ জন সদস্যের সেই কমিটির কথা

ঘোষণাও করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সেখানে লোকসভার ২১ এবং রাজ্যসভার ১০ সদস্যের ঠাঁই হয়েছে। তৃণমূল থেকে রয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাদিমুল হক। আর বিজেপির... প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা জানিয়েছেন, ১৫ দিনের অধিবেশনে কাজ চলেছে ১১৫ ঘণ্টা। বাজেটের উপর ২৭ ঘণ্টা ১৯ মিনিট আলোচনা হয়েছে। বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন ১৮১ জন। সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবির পর স্পিকারের চেম্বারে চা-চক্র বসে। এর আগে কয়েকবার এই চা-চক্র বয়কট করেছিল বিরোধীরা। এদিন অবশ্য তা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদির পাশাপাশি ছিলেন রাহুল গান্ধী, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া সুলে, কানিমোঝি, রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, কিরেণ রিজিজুরা। কয়েকদিন আগেই সংসদের অন্দরে মোদি-রাহুল, একে অন্যকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু এদিন সৌজন্য সাক্ষাতে হাল্কা চালেই শুভেচ্ছা বিনিময় হয় দু'জনের। বলেন, 'ফের নভেম্বরে সংসদে দেখা হবে।'